

দান

আপনার সুরক্ষায় সৃষ্টির কল্যাণে

দানে কল্যাণ। দানে সমৃদ্ধি। দানে সুরক্ষা।

দান একদিকে বাড়ায় আপনার প্রশান্তি, নিরাপত্তাবোধ ও সুস্থতা—অন্যদিকে প্রশস্ত করে দুস্থের কল্যাণ ও সামাজিক সমৃদ্ধির পথ। দানের এই বহুমুখী গুরুত্বের কারণেই সকল ধর্মে দানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, দাতাকে দেয়া হয়েছে উচ্চমর্যাদা।

শুধু কি ধর্ম? বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণা-বিশ্লেষণেও প্রমাণিত হয়েছে নিঃস্বার্থ দানের শতক উপকার।

আন্তরিক দান ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনকে সিক্ত করে অনন্ত কল্যাণে। আর সেই দান আরো ফলপ্রসূ হয় যখন তা সংগৃহীত ও ব্যয় হয় সজ্ঞাবদ্ধভাবে এবং সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়। এতে গ্রহীতার জীবন হয়ে ওঠে অভাবমুক্ত ও স্বচ্ছন্দ। দাতার জীবনেও আসে স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণ। আসে কাজিফত সাফল্য।

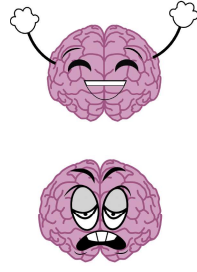
তাই দান করুন। প্রতিদিন। নিয়মিত। সেইসাথে জানুন আপনার দানকৃত অর্থ কীভাবে ব্যয় হচ্ছে প্রকৃত অভাবীদের জীবনমান উন্নয়নে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বনির্ভরায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কীভাবে একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে দেশের হাজারো বঞ্চিত মানুষ ও পরিবারের ভাগ্য।

পরম করুণাময় আমাদের সবাইকে অফুরান রিজিক ও প্রাচুর্য দান করুন। নিঃস্বার্থ দাতা হওয়ার মর্যাদায় মহিমান্বিত করুন আমাদের জীবন।





সুস্থতা ও সুখের বৈজ্ঞানিক সূত্র দান



সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ফিলিপ টবলার ও প্রফেসর আর্নস্ট ফার ২০১৬ সালে ব্যতিক্রমী একটি গবেষণার সূত্রপাত করেন। ৪৮ জন ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, ভালো খাবার বা অত্যন্ত আনন্দদায়ক কোনো ঘটনা ঘটলে মস্তিষ্কের যে অংশ উদ্দীপ্ত হয়, সেই একই অংশ উদ্দীপ্ত হয় যখন আমরা দান করি, অসহায় কারো উপকার করি। প্রফেসর টবলারের মতে, ‘প্রতিদিনের জীবনে আপনি আরেকটু বেশি সমমর্মী আচরণ করতে শিখুন, দেখবেন আপনার সুখের পরিমাণ বাড়বে অনেক বেশি।’

দান আপনাকে রাখবে সুস্থ

২০০৬ সালে যৌথভাবে একটি গবেষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর র্যাচেল পিফেরি এবং টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ক্যাথলিন লওলার। তারা দেখেন—যারা নিয়মিত দান করেন, তাদের রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে এবং তারা তুলনামূলক বেশি সুস্থ। কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এলিজাবেথ ডান গবেষণায় দেখেন, যখন কেউ দান করে তার রক্তচাপ হ্রাস পায় উল্লেখযোগ্য হারে। অথচ যখন সে নিজের জন্যে ব্যয় করে, রক্তচাপে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না।



সমস্যা মুক্তিতে দান

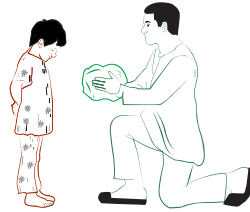
দানের পরিমাণ যা-ই হোক, তা দাতার ভালো থাকার মাত্রা বাড়াতে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আর্থের সেবায় যিনি দান করেন, তার দৃষ্টি শুধু নিজের সমস্যাগুলোর মধ্যে ঘুরপাক খায় না। আত্মকেন্দ্রিক নন বলেই তার জগতটা বড় এবং সমস্যা তুলনামূলক কম।

দীর্ঘজীবনের জন্যে দান

যুক্তরাষ্ট্রের জার্নাল অব হেলথ সাইকোলজি-র রিপোর্ট অনুসারে, দাতারা দীর্ঘায়ু হন। নিয়মিত অন্যের উপকার করতে পেরে যে ভালোলাগা সৃষ্টি হয় তা ছড়িয়ে পড়ে দেহ-মনে। রক্তে ‘হ্যাপিনেস কেমিক্যাল’ যেমন : ডোপামিন, এন্ডোরফিন, অক্সিটোসিনের প্রবাহ বাড়ে। স্বাভাবিকভাবেই দাতার মনে দুশ্চিন্তা হতাশা ভয়-আতঙ্ক খুব একটা সুবিধা করতে পারে না।



অন্যের জন্যে ব্যয় করলে আসে দীর্ঘস্থায়ী সুখ



হ্যাপি মানি : দ্য সায়েন্স অব হ্যাপিয়ার স্পেন্ডিং বইয়ের লেখক মাইকেল নরটনের মতে, ‘নতুন জুতো, জামা, গাড়ি, বাড়ি কেনার আনন্দ যতই অতুলনীয় হোক তা বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।’ নিজের জন্যে ব্যয় করাটা সুখের, তবে এ সুখ স্থায়ী হয় না। একই অর্থ যখন আমরা অন্যের প্রয়োজনে ব্যয় করি বা দান করি, তখন যে সুখের সৃষ্টি হয় তার স্থায়িত্ব অনেক বেশি।

জানুন আপনার দানের অর্থের পরিণতি

দানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হলো, দানের অর্থ কোথায় কীভাবে ব্যয় হচ্ছে তা জানা। এ নিয়েও দীর্ঘ গবেষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাইকেল নরটন। তার মতে, দানের অর্থ কীভাবে মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন হচ্ছে, এ বিষয়ে দাতার সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে দানের তৃপ্তি বহুগুণে বেড়ে যায়।

দান ও স্বেচ্ছাসেবার উপকার

- দান ও স্বেচ্ছাসেবার মধ্য দিয়ে চারপাশের মানুষের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে। একাকিত্বের অনুভূতি কমে।
- সমস্যা সমাধানের সহজাত দক্ষতা গড়ে ওঠে। আত্মবিশ্বাস বাড়ে ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।
- দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়ার ফলে দাতা জানেন, সুখ-দুঃখ মিলিয়েই জীবন। তাই অভিযোগপ্রবণ না হয়ে যা আছে তা নিয়েই তিনি এগোতে পারেন।
- দাতারা দীর্ঘায়ু হন। তাদের স্ট্রেস ও বিষণ্ণতা কম। গড়পড়তা মানুষের তুলনায় তারা সুস্থ থাকেন।
- আলঝেইমার্স রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে। মস্তিষ্কের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়, যা মস্তিষ্কে কর্মক্ষম রাখে দীর্ঘদিন।
- দান মানুষকে বিনয়ী ও সমমর্মী করে। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো মজবুত হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয়।

তথ্যসূত্র : মেডিকেল নিউজ টুডে, ১৬ জুলাই ২০১৭;
টাইম ম্যাগাজিন, ১৪ জুলাই ২০১৭; রয়টার্স, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

ধর্মবাণীতে দান

আল কোরআন

ভয় ও দুঃখ থেকে মুক্তি

দানের কথা প্রচার না করে যারা আল্লাহর পথে ধনসম্পত্তি ব্যয় করে এবং এহীতাকে কোনো কষ্ট দেয় না, তাদের পুরস্কার প্রতিপালকের কাছে জমা থাকবে। তাদের কোনো ভয় থাকবে না। তারা দুঃখিতও হবে না। ২ : ২৬২

পাপমোচন ও ক্ষমা

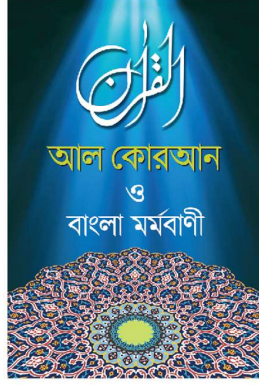
তোমরা প্রকাশ্যে দান করলে তা-ও ভালো। আর যদি গোপনে অভাবীকে দাও, তা আরো ভালো। দানের কারণে তোমাদের অনেক পাপমোচন হবে। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন। ২ : ২৭১

প্রিয় জিনিস থেকে দান

(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না। ... ৩ : ৯২

দান নিজেরই কল্যাণে

... (হে মানুষ!) যে অর্থবিত্ত তোমরা দান করো, সে দান তো তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করো। অতএব দানের পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না। ২ : ২৭২



বেদ

সমাজকে ভালবাসো। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। দুর্গতকে সাহায্য করো। সত্য-ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন করো। ঋগ্বেদ : ৬.৭৫.৯



শ্রীমদ্ভগবদগীতা

স্থান কাল বিবেচনা করে কোনো প্রত্যাশা না করে উপযুক্ত পাত্র প্রদত্ত দান সাত্ত্বিক বা উত্তম দান। প্রতিদানের প্রত্যাশায় অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রদত্ত দানকে রাজসিক দান বলা হয়। অযোগ্য পাত্রে অনাদরে এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান, তা হচ্ছে তামসিক। শ্রদ্ধাশ্রয়বিভাগযোগ : ২০-২২

বাইবেল



যখন দান করো গোপনে দান করো। ডান হাত কী দিচ্ছে বাম হাত যেন জানতে না পারে। তোমার নীরব দান সদাপ্রভু দেখছেন। তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। মথি ৬ : ৩-৪

... অভাবীদের সাহায্য করো। ঈশ্বরের সম্ভ্রষ্টমূলক কাজে অগ্রগামী থাকো। ... রোমীয় ১২ : ৯-১৩

বুদ্ধবাণী

দানের অনন্ত কল্যাণ সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি মানুষ তা জানত, তাহলে কাউকে না দিয়ে সে অন্ন গ্রহণ করত না। স্বার্থপরতার কালিমা তাকে বশীভূত করতে পারত না। তার মনের গভীরে নীচতার কালিমা প্রবেশ করতে পারত না। ইতিবৃত্তক : ২৬



আসুন শুধরে নিই

অন্য ধর্মের মানুষকে

আমি কেন দান করব?

অসুস্থ হলে আপনি ভালো ও দক্ষ ডাক্তারের কাছে যান, নাকি ডাক্তার মুসলমান হিন্দু না খ্রিষ্টান—এটা বিচার করেন? মামলায় জড়ালে আইনজীবীর ধর্ম বিচার করেন, নাকি তার যোগ্যতা? একইভাবে ধরুন, সড়ক দুর্ঘটনায় কিছু মানুষ আহত হলো। অমুসলিমদের রেখে শুধু মুসলিমদের আপনি হাসপাতালে নিয়ে যাবেন? আপনার বিবেক কি তাতে সায় দেবে? প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আপনি বিপন্ন মানুষের ধর্ম জিজ্ঞেস করবেন, নাকি তাকে উদ্ধার করবেন? তেমনি দান পাওয়ার জন্যে যে সবচেয়ে উপযুক্ত, অর্থাৎ সবচেয়ে অবহেলিত-বঞ্চিতকেই দান করতে হবে। এখানে তার ধর্মধর্ম বিচার করা অমানবিক।



আমি প্রায় প্রতিদিনই পথ চলাতে ভিক্ষুককে দান করি।

এটা কি সৎদানের মধ্যে পড়ে?

আমরা যাদের ভিক্ষুক মনে করি, তারা আসলে পেশাদার ভিক্ষুক। ভিক্ষাবৃত্তি এখন একটা ব্যবসা। এমন কোনো নজির নেই যে, কোনো ভিক্ষুক স্বাবলম্বী হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছে। নবীজী (স) ভিক্ষাবৃত্তিকে সবসময় নিরুৎসাহিত করেছেন। প্রতিটি ধর্মেই দানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, আমাদের সমাজে প্রচলিত ভিক্ষাবৃত্তি কোনোভাবেই তার আওতায় পড়ে না। দান ও যাকাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষের দুর্দশা মোচন করা এবং তাকে স্বাবলম্বী করা। অথচ আপনি যদি সচেতনভাবে খেয়াল করেন, দেখবেন একই লোক বছরের পর বছর ভিক্ষা করছে। অর্থাৎ সহজে উপার্জনের একটি মাধ্যম হলো ভিক্ষাবৃত্তি। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, ভিক্ষাবৃত্তি হলো বিনা পুঁজিতে ব্যবসা। বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ ভিক্ষুক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষা করে (২২ ডিসেম্বর ২০১৮)। ভিক্ষুককে প্রতিদিন অর্থদান করে আপনি মূলত সমাজে পরগাছা তৈরিতেই সাহায্য করছেন। অতএব নিজেই ভেবে দেখুন—এটি সৎদান হচ্ছে কিনা।



সজ্জবদ্ধ দানে বৃহত্তর কল্যাণ

সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কাজ শুরু করে ১৯৯৮ সালে। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, চিকিৎসাসেবা, স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রম, মাতৃমঙ্গল, খতনা কার্যক্রম, আশ্রয়ময়ম, চক্ষুসেবা—এ কার্যক্রমগুলো স্বল্প পরিসর থেকে বিস্তৃত হয়েছে সারাদেশে; যা সম্ভব হয়েছে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য-শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা ও নিঃস্বার্থ দানের ফলে। সৃষ্টির সেবার কিছু কার্যক্রম এখানে তুলে ধরা হলো—

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

যাত্রা শুরু : ১৯৯৬ সাল
নিজস্ব ল্যাব প্রতিষ্ঠা : ২০০০ সাল
রক্তদাতা : ৪,২৭,১০২ জন

এ পর্যন্ত মোট সরবরাহ
১৩,৩৯,৬৯৭
ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান

সরবরাহ

দুর্যোগকালীন সময়ে

২০১৩	৬৪৯ ইউনিট (রানা প্লাজা দুর্ঘটনা)
২০১৪	২০,৮৮৪ ইউনিট (অগ্নিদগ্ধদের চিকিৎসায়)
২০১৯	১২,৯৬৭ ইউনিট (ডেঙ্গু পরিস্থিতি)
২০২০	৮৫,৩৫৭ ইউনিট (করোনাকাল)



শিক্ষাবৃত্তি

যাত্রা শুরু : ২০১১
স্থান : চট্টগ্রাম, যশোর, মিরপুর, খুলনা,
কুমিল্লা, রাজবিলা, বরিশাল, রাজশাহী,
সিলেট ও ময়মনসিংহ
বৃত্তি পেয়েছে : ১,৩২০ জন শিক্ষার্থী

চক্ষুসেবা

যাত্রা শুরু : ২০১৬
স্থান : রাজবিলা, বান্দরবান
চক্ষুসেবা পেয়েছেন : ৭,৫৬৮ জন
ছানি অপারেশন করা হয়েছে : ৮৯৮ জনের

বঞ্চিত জনপদে প্রবীণসেবা

যাত্রা শুরু : ২০২০
স্থান : কোয়ান্টাম লামা

তালিকাভুক্ত প্রবীণ :

১৮ জন
(পুরুষ ৭ জন, মহিলা ১১ জন)



আশ্রয়ময়ম

যাত্রা শুরু : ২০১২
স্থান : রাজবিলা, বান্দরবান
আশ্রয়প্রার্থী : ৫৭ জন



ইসলাম বানু



রাবেয়া বেগম



সুলতান আহমেদ



সুরজ মিয়া



সালমা বেগম



মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম

যাত্রা শুরু : ২০০৫

স্থান : চট্টগ্রাম, মিরপুর, রাজবিলা,
বরিশাল, কুমিল্লা, কোয়ান্টাম লামা
সেবাপ্রার্থী

দুস্থ সন্তানসম্ভবা

মা : ২৩,৭৪৪ জন

পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের
সন্তানদের শিক্ষালয়

রাজধানী আদর্শ বিদ্যালয়

যাত্রা শুরু : ২০১৫

স্থান : যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

শিক্ষার্থী সংখ্যা : ১,৪৩৯ জন



৫৮৮ জন

সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন

৩৫ জন

ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন

১৪,৪৪২ জন

আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন

২,১৬,২০১ জনের

খতনা সম্পন্ন হয়েছে

৪,৯০১ জনের

দাফন/সৎকার সম্পন্ন করা হয়েছে

৮,৭৫,২৬৪টি

বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে



গৃহকর্মী চিকিৎসাসেবা

যাত্রা শুরু : ২০১৭

স্থান : মিরপুর

চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন :

৪,৪৫৩ জন

স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রম

যাত্রা শুরু : ২০০৯

স্থান : চট্টগ্রাম, যশোর, মিরপুর, খুলনা, কুমিল্লা,
রাজবিলা, বরিশাল, রাজশাহী, সিলেট ও ময়মনসিংহ

সেবাগ্রহীতা : ১৭৩ জন



সেলাই মেশিন বিতরণ

যাত্রা শুরু : ২০০৮

স্থান : চট্টগ্রাম, যশোর, মিরপুর, খুলনা,
কুমিল্লা, রাজবিলা, বরিশাল, রাজশাহী,

সিলেট ও ময়মনসিংহ

সেলাই মেশিন প্রদান : ৪৬৯টি



বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা

যাত্রা শুরু : ২০০০

স্থান : মিরপুর, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙামাটি, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর

সেবাপ্রার্থী : ৪,৪০,৪৩৮ জন



গৃহনির্মাণ

যাত্রা শুরু : ২০০৮

স্থান : চট্টগ্রাম, যশোর,
মিরপুর, খুলনা, কুমিল্লা,
রাজবিলা, বরিশাল, রাজশাহী,
সিলেট ও ময়মনসিংহ

গৃহনির্মাণ : ৩,০১২ জন



বান্দরবান লামার প্রত্যন্ত জনপদ রূপসী পাড়ায় করোনায় মৃত একজন নারীকে দাফনের জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা।



মমতার শক্তিতে করোনা যুদ্ধে কোয়ান্টাম

বিশ্বব্যাপী করোনা আতঙ্কের বিপরীতে একমাত্র সম্ভাব্য শক্তি ছিল কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। আতঙ্কবাদীদের অপপ্রচারে করোনার শুরুতে মানুষ অসুস্থ মা-বাবাকে জঙ্গলে ফেলে আসছিল! এসময় মানুষকে আতঙ্কমুক্ত করতে কাজ করে কোয়ান্টাম। মার্চ ২০২০-এ কোয়ান্টাম বলেছিল, আমাদের দেশে করোনা সিগনাল ফ্লু-র চেয়ে বেশি তৎপর হতে পারবে না। আজ তা-ই বাস্তবতা। ৯৬% করোনা রোগী বাসায় পরিজনদের মমতায় চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে
হয় হাজার পাঁচ শত
করোনা শহিদকে
মমতার পরশে শেষ
বিদায় জানিয়েছে
কোয়ান্টাম

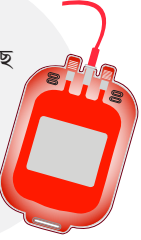
৫,৭৭৬ দাফন	৩৩ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
৬৪৯ সৎকার	৪২ সমাধি

করোনা এবং করোনা উপসর্গে মৃতদের দাফনের ব্যাপারে যখন সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের ভীতি কাজ করছিল, তখন এগিয়ে আসে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। পরিবার পাশে না থাকলেও করোনা শহিদদের মমতাপূর্ণ শেষ বিদায় জানান ফাউন্ডেশনের কর্মীরা।

অবরুদ্ধ রাজধানীতে অব্যাহত রক্তসেবা

করোনাকালে যখন দেশের অনেক স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ছিল স্থবির, তখন একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকে নি কোয়ান্টাম ল্যাব। স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনার পুরো সময় কোয়ান্টাম ল্যাব সেবা দিয়েছে রাতদিন ২৪ ঘণ্টা। লকডাউনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ২০২০ সালে আয়োজিত হয়েছে ১,১০১টি ক্যাম্প।

২০২০-এ
সরবরাহ করা হয়েছে
৮৫,৩৫৭
ইউনিট জরুরি
রক্ত ও রক্ত
উপাদান।



করোনা দুর্গতদের খাদ্য সহায়তা



লকডাউনে সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয় তাদের, যারা সামাজিক অবস্থানের কারণে কারো কাছে হাত পাতে পারেন নি। এমন দুর্গতদের জন্যে সারাদেশে ফাউন্ডেশনের সেন্টার ও শাখা-সেলের মাধ্যমে দুই সহস্রাধিক পরিবারে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়। 'করোনা গিফট' হিসেবে তাদের কাছে এ সাহায্য পৌঁছে দেয়া হয় নীরবে, কোনোরকম প্রচার ছাড়াই।



২০২০ সালের ২৮ মার্চ থেকে ২ এপ্রিলের মধ্যে সারাদেশে পাঁচ শতাধিক চিকিৎসক এবং অনেকগুলো সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে পৌঁছে দেয়া হয় পিপিই। (ছবি) ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদের হাতে পিপিই তুলে দিচ্ছেন ফাউন্ডেশনের দায়িত্বশীলবৃন্দ।



মৃত ব্যক্তিকে আপনজনের মমতা ও যত্নে ওজু-গোসল-পরিচ্ছন্নতা ও কাফনের কাপড় পরাতে ঢাকার কাকরাইল, বনশ্রী ও মিরপুরে স্থাপন করা হয়েছে তিনটি হাম্মাম।

ন্যূনতম খরচে মরদেহ পরিবহনের জন্যে রয়েছে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ফ্রিজিং ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স।

আলোকিত জীবনের স্বপ্ন দেখছে আড়াই সহস্রাধিক শিশু-কিশোর



জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ কুচকাওয়াজে কোয়ান্টামদের সালাম গ্রহণ করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২৬ মার্চ ২০১৯। এ প্রতিযোগিতায় টানা পাঁচ বার প্রথম হয় কোয়ান্টারা।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে শিক্ষা ও নৈতিকতার আলোয় বেড়ে উঠছে আড়াই সহস্রাধিক শিশু-কিশোর। বুয়েট, সরকারি মেডিকেল কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাতালিকায় ভর্তির সুযোগ পেয়ে পড়াশোনা করছে ৯৭ জন কোয়ান্টা।

টানা চার বার ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা



৫ মে ২০১৯ ঢাকার কাকরাইলস্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা স্কুল হওয়ার পুরস্কার নিচ্ছে কোয়ান্টারা। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি। উল্লেখ্য, পরের বছরও ৪৯ তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সার্বিক চ্যাম্পিয়ন হয়ে টানা চতুর্থ বার দেশসেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করে তারা।



বঙ্গবন্ধু হেম সেন্ট্রাল সাউথ এশিয়ান জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথমবারের মতো দুটি পদক (ফ্লোর এক্সারসাইজে রূপা, ভোল্টিং টেবিলে ব্রোঞ্জ) জয় করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী কোয়ান্টা রাজীব চাকমা। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান—পাঁচটি দেশের প্রতিযোগীদের সাথে লড়ে এ স্থান অর্জন করে রাজীব।

১৬ তম
সিঙ্গাপুর ওপেন
জিমন্যাস্টিকস
চ্যাম্পিয়নশিপ
২০১৯।
বাংলাদেশের
অর্জিত ২৫টি
পদকের ২১টিই
কোয়ান্টাদের।



২০১৯ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া নতুন ২০০ শিশুর একাংশ। প্রতি বছর সারা দেশ থেকে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা ভর্তি হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে। কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত দানে ও সহযোগিতায় এ শিশুদের গড়ে তোলা হচ্ছে আলোকিত মানুষ হিসেবে।





কোয়ান্টাম বুলেটিন



কোয়ান্টাম বুলেটিন
দ্বিতীয় সংস্করণ

মাটির ব্যাংক ৯

স্ব-অর্থায়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত

স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা, স্ব-অর্থায়ন—এই মূলনীতিকে ভিত্তি করেই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের যাবতীয় সেবা কার্যক্রমের সূচনা ঘটে। দুই যুগ ধরে এ সেবা কার্যক্রমগুলো থেকে দেশব্যাপী উপকৃত হয়েছেন লক্ষাধিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষ।

এ কাজগুলোতে অর্থায়নের মূল উৎস ছিল দেশজ পদ্ধতিতে তৈরি মাটির ব্যাংক। ১৯৯৮ সালে যখন প্রথম মাটির ব্যাংক কার্যক্রম শুরু হয়, তখন এর কার্যকারিতা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু সময় যতই গড়িয়েছে, মাটির ব্যাংকে দানের পরিমাণ বেড়েছে, বিস্তৃত হয়েছে এ থেকে সংগৃহীত অর্থে পরিচালিত সেবা কাজ।

নিয়মিত দান ৯ কেন ও কীভাবে?

যে-কোনো সময় দান করতে পারেন : নিয়মিত নামাজ না পড়লে যেমন তাকে নামাজী বলা যায় না, নিয়মিত দান না করলে তেমনি তাকে দাতা বলা যায় না। আর ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে দাতা হতে হবে, সৃষ্টির কল্যাণে নিজের সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হবে। বাসায় ও কর্মক্ষেত্রে মাটির ব্যাংক থাকলে এ কাজটিই সহজ হয়ে যায়—রাতে বা দিনে যে-কোনো সময় আপনি দান করতে পারেন।

সম্ভবদান দানের সওয়াব ও সুফল : একজন ব্যক্তি যে পরিমাণ দানই মাটির ব্যাংকে রাখুন না কেন, সমস্ত দান যখন একত্র করা হচ্ছে, তিনিও সমপরিমাণ দানের সমান সওয়াব পাচ্ছেন। আর সম্ভবদান হওয়ার কারণে এ অর্থ দিয়ে বড় কাজ করাও সম্ভব হচ্ছে।

দাতার জীবনে আসছে বরকত, বাড়ছে প্রাচুর্য : সূচনার পর থেকে মাটির ব্যাংকে দাতাদের দানের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে। সেইসাথে তাদের পারিবারিক জীবনে বেড়েছে শান্তি ও প্রাচুর্য।

যে-কেউই স্বাচ্ছন্দ্যে দান করতে পারেন : দান করার সময় শ্রুতি ছাড়া কেউ দেখছে না, অর্থাৎ নীরবে ও গোপনে যে-কোনো পরিমাণ অর্থ দান করা যায়। আর দানের অর্থ জমাদানের সময় মানি রিসিট প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করা হয়।

আপনিও শরিক হোন

মাটির ব্যাংকে দান করার মাধ্যমে দেশের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবন বদলে আপনিও অবদান রাখতে পারেন। কারণ ব্যক্তিগত দান বা ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে কোনো মানুষ কার্যত তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না। আলস্য ও সহজ পন্থায় উপার্জনের লোভে সে চিরকাল গ্রহীতা থেকে যায়। আর সম্ভবদান দান তাকে এ চক্র থেকে বের করে স্বাবলম্বী ও প্রাচুর্যময় জীবনের সন্ধান দেয়।

(ছবি) কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের সবুজায়ন ক্যাম্পাস। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীর পড়াশোনা ও আবাসনসহ সার্বিক বিকাশের সকল সুযোগসুবিধা রয়েছে এখানে। প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে পাহাড়ের ধাপে ধাপে নির্মিত হয়েছে এই ক্যাম্পাস। এ কার্যক্রমের পরিকল্পনা, অর্থায়ন, ব্যবস্থাপনা—সবকিছু সম্ভব হয়েছে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক দান, শ্রম ও মমতায়।

